পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর
জেশপ বিল্ডিং
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০১

নং - ৩১৪৯-আর ডি/সি সি এ/বি আর জি এফ/৫ এম-১১/০৮ তারিখ - ১৫.০৫.২০০৯

নির্দেশিকা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির এলাকার উন্নত ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরী করার একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই মানচিত্রে পঞ্চায়েতের সীমা ও তার মধ্যে অবস্থিত মৌজাগুলি ছাড়া সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, লোকবসতি অর্থাৎ গ্রাম/ পাড়ার অবস্থান এবং বড় জলাশয়, নদী, জঙ্গল ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থানও দেখানো থাকবে। যে কোন বস্তুর অবস্থান সেই স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের মাধ্যমে ঠিক কোথায় তা মানচিত্রে পাওয়া যাবে যা থেকে দূরত্ব, এলাকা ইত্যাদি সঠিকভাবে পরিমাপ করা যাবে। মানচিত্র তৈরীর জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ঋদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস নামে একটি সংস্থাকে নিয়োজিত করেছে। এই কাজটি তিন দফায় করা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে। প্রথম ধাপে পি.এম.জি.এস.ওয়াই. প্রকল্পের জন্য যে কোর নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে সেই রাস্তাগুলির সঠিক অবস্থান মানচিত্রে দেখান হয়েছে। তারজন্য রাস্তাগুলির বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ জি.পি.এস. নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে মেপে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই কাজ দার্জিলিং-এর কয়েকটি ব্লক ছাড়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এর ফলে কোর নেটওয়ার্কের রাস্তাগুলি কোন মৌজা দিয়ে এবং ঠিক কোথা দিয়ে যাচ্ছে তা সহজেই ব্লকের মানচিত্রে দেখা যাবে। বস্তুতঃ পক্ষে রাস্তার এই মানচিত্রগুলি কয়েকটি ব্লক বাদ দিয়ে ওয়েবসাইটে এখনই দেখা যাবে। তার জন্য www.wbprd.nic.in, যা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ওয়েবসাইট, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ছোট একটি মানচিত্র দেখানো আছে তাতে ক্লিক করলেই পাওয়া যাবে (প্রয়োজন হলে মাইক্রোসফট্ জাভা ডাউনলোড করে নিতে হবে)। আরেকটি ওয়েবসাইট তথা trendswestbengal.org/pmgsy থেকেও রাস্তার মানচিত্রগুলি ব্লকভিত্তিক দেখা যাবে। দ্বিতীয় দফার কাজ হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান জি.পি.এসের সাহায্যে জেনে তা ঐ মানচিত্রে দেখানো। তার সাহায্যে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল, এস.এস.কে. ও এম.এস.কে., অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র, হাট-বাজার, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি ঠিক কোথায় অবস্থিত তা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানচিত্রে দেখা যাবে। তৃতীয় দফায়, উপগ্রহ থেকে তোলা মানচিত্র থেকে লোকবসতি অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রাম/ পাড়ার অবস্থান, বড় জলাশয়, নদী, জঙ্গল ইত্যাদির অবস্থান কোথায় তা মানচিত্রে দেখানোর ব্যবস্থা হবে। এই দুই দফার কাজ কোন কোন জেলায় শেষ হয়েছে এবং বেশীরভাগ জেলাতেই তা চালু আছে এবং আশা করা যায় ২০০৯-২০১০ সালে তা শেষ হবে। যখনই যে জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক ঐ সব বিশ্‌দ তথ্যের মানচিত্র তৈরীর কাজ শেষ হবে তখনই তা জেলা পরিষদের ও পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত মানচিত্রগুলি একবার খুঁটিয়ে দেখে ভুল-ত্রুটি যা চোখে পড়বে তা জানানোর পর মানচিত্রগুলি চূড়ান্ত করা হবে এবং তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা শুরু হবে। মানচিত্রগুলি কিভাবে চূড়ান্ত করা হবে এবং পরে তা কিভাবে ব্যবহার হবে এবং সংশ্লিষ্ট কার কি দায়িত্ব হবে তা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

১. মানচিত্রের মালিকানা ও দায়বদ্ধতা :

এই ধরনের মানচিত্র তৈরী করা খুবই খরচ ও সময় সাপেক্ষ এবং সারা দেশে প্রথম এই রাজ্যেই তা তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই মানচিত্রগুলি পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরেরই পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মান উন্নত করতে সহায়ক হবে। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেরই তাই দায়িত্ব হবে মানচিত্রগুলি সঠিকভাবে তৈরী করতে সাহায্য করা; আগামী দিনে যা কিছু পরিকাঠামো তৈরী হবে তা মানচিত্রে ধরার ব্যবস্থা করা এবং মানচিত্রগুলি পরিকল্পনা ও রূপায়ণের কাজে ব্যবহার করা। এই কাজগুলির সমন্বয় করার দায়িত্ব হবে জেলা পরিষদের প্ল্যানিং সেলের; জেলা পরিষদ তার জন্য জেলা ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যান ফেসিলিটেটর বা অন্য কোন উপযুক্ত আধিকারিককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেবেন। পঞ্চায়েত সমিতিগুলি তার এলাকায় বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সংক্রান্ত কাজের তদারকী করবেন, তাদের সহায়তা দেবেন এবং তার জন্য একজন এস.এ.ই.কে দায়িত্ব দেবেন। ব্লকের ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মানচিত্রগুলির সফ্‌ট কপি ব্লকের এম.আই.এস. সেলে রাখা হবে

সাব-এ্যাসোসট্যান্ট ইঞ্জিনীয়রকে (এস.এ.ই.) এবং তার জন্য ব্লক ইনফরমেটিক্স অফিসার বা অন্য কোন আধিকারিক যিনি এম.আই.এস. সেলের দায়িত্বে আছেন তারাও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। তারা ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার (বিডিও) ও জয়েন্ট বিডিও'র তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন কাজ করবেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মাণ সহায়ক মানচিত্রগুলি ঠিকমত রাখা, ব্যবহার করা ও হাল-নাগাদ করার কাজের দায়িত্বে থাকবেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মানচিত্র নিঁখুতভাবে তৈরী করা ও তা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য যার যা দায়িত্ব তা ঠিকমত পালন করতে সকলেই দায়বদ্ধ থাকবেন।

২. মানচিত্রের চূড়ান্তকরণ :

আগেই বলা হয়েছে মানচিত্রগুলির খসড়া কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সংস্থার সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে। এই খসড়া মানচিত্রগুলি মোটামুটি নির্ভূল হয়েছে কিনা তা একবার যাচাই করে দেখা দরকার। এই কাজের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের। তার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি পরপর নেওয়া দরকার:

ক) মানচিত্রে অবস্থিত বস্তুগুলি ঠিকমত দেখানো হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ৩/৪ জনের একটি দল তৈরী করবে। নির্বাচিত প্রতিনিধি, এলাকায় বাস করেন এবং মানচিত্র ব্যবহার করতে পারেন এমন ব্যক্তিদের এবং নির্মাণ সহায়ককে বা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে এই দলে রাখা হবে। তাদের ব্লকস্তরে একটি প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতে হবে। ঋদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের কর্মীরা এই প্রশিক্ষণ দেবেন।

খ) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাপানো মানচিত্র জেলা পরিষদ ও ব্লকের মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েতকে পাঠানো হবে। ব্লকস্তরে উপরোক্ত প্রশিক্ষণের সময় মানচিত্রগুলি দেওয়া হবে।

গ) ঐ দল প্রতিটি গ্রাম সংসদ ঘুরে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান ঠিক ধরা আছে কিনা তা স্থানীয় মানুষের সাহায্যে যাচাই করবেন ও তাদের মন্তব্যগুলি লিখে রাখবেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিষ্ঠান বাদ পড়ে থাকলে বা ভুল দেখানো হলে তা মন্তব্যে লেখা হবে।

ঘ) প্রাথমিকভাবে যাচাই করার পর ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে ঋদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের কর্মীরা জি.পি.এস. যন্ত্র নিয়ে সেখানে যাবেন ও ঐ দলের সঙ্গে গিয়ে ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করার চূড়ান্ত কাজগুলি করবেন। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে দল তৈরী করা, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রাথমিক যাচাই-এর পর তা ঋদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের কর্মীদের পাঠিয়ে চূড়ান্ত করার কাজগুলি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির নির্দিষ্ট আধিকারিকরা তদারকী করবেন। সামগ্রিকভাবে কাজগুলির অগ্রগতি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখা দায়িত্ব হবে জেলা শাসকের তত্ত্বাবধানে জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিকের ।

ঙ) উপরোক্তভাবে যাচাই-এর পর ঋদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস মানচিত্রগুলি চূড়ান্ত করে তার সফ্ট কপি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে জেলা পরিষদে পাঠাবে। এই মানচিত্র কমপিউটারে দেখার জন্য ও মানচিত্র ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ সফ্টওয়্যার লাগবে। আপাতত জেলা পরিষদ স্তরে মানচিত্রগুলি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে যেখান থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি প্রয়োজনীয় মানচিত্র ছাপানোর খরচ জমা দিয়ে সংগ্রহ করতে পারবেন। ব্লকে ঐ বিশেষ সফ্টওয়্যার চালানোর ব্যবস্থা হলে মানচিত্রগুলির সিডি ব্লকে দেওয়া হবে।

৩. প্রশিক্ষণ :

যে সমস্ত আধিকারিকগণ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন তাদের প্রশিক্ষণ নেওয়া আবশ্যক। প্রশিক্ষণ জেলা স্তরে ও ব্লক স্তরে দেওয়া হবে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপগ্রহ সেবিত আর.ও.টির মাধ্যমে এই ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হবে। তারপর তাদের নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে (১) মানচিত্র চূড়ান্ত করা সংক্রান্ত কাজ, (২) তার পরবর্তী নির্দিষ্ট সময় পর পর (ধরা যাক বছরে একবার) পরিবর্তনগুলিকে মানচিত্রে তোলা এবং (৩) মানচিত্রগুলি পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা।

৪. মানচিত্রের ব্যবহার ও পরিবর্তনগুলিকে মানচিত্রে দেখানো :

আগেই বলা হয়েছে আপাতত মানচিত্রগুলি জেলা পরিষদ স্তরে ছাপার ব্যবস্থা হবে। পরবর্তীকালে মানচিত্রের ব্যবহার বাড়লে ব্লকস্তরেও মানচিত্র ছাপার মত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কথা ভাবা হবে। তার জন্য ব্লকের এম.আই.এস. সেলে বিশেষ সফ্টওয়্যার ও প্লটার কেনা দরকার যা ব্যয়বহুল। সুতরাং যথেষ্ট ছাপার কাজ না থাকলে তা না কেনাই ভাল। আগামী দিনে পরিবর্তনগুলি অর্থাৎ যে সব নতুন পরিকাঠামো তৈরী হবে ইত্যাদি তা যাতে মানচিত্রে আনা যায়

তার জন্য ব্লকের এস.এ.ইদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং ব্লকে জি.পি.এস. যন্ত্র কিনে দেওয়া যেতে পারে। তবে এই ব্যাপারে সক্ষমতা অর্জন করলে এবং প্রয়োজন যথেষ্ট অনুভূত হলে তবেই তা কেনা হবে। ততদিন পরিবর্তনগুলি ছাপানো মানচিত্রে আন্দাজে দেখিয়ে ঋদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস বা অন্যদের সহায়তায় তা চূড়ান্ত করা হবে। মানচিত্রগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে পরিকল্পনা, তার রূপায়ণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করার অনেক সুযোগ আছে যার মাধ্যমে ঐ কাজগুলিকে অনেক ভালভাবে করা যাবে। আপাততঃ মানচিত্রগুলিকে ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যাবে এবং কিছু কাজ তার মাধ্যমে করা যাবে। মানচিত্রের ব্যবহার বাড়লে ব্লকে বিশেষ সফ্টওয়্যার কেনা হবে ও ব্লকের কম্পিউটারে মানচিত্রগুলি দেখা যাবে ও ব্যবহার করা যাবে। মানচিত্রগুলি ব্লক বা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার উপ নির্ভর করে ২ ফুট X ৩ ফুট বা ৩ ফুট X ৪ ফুট সাইজে ছাপান হবে যা ব্যবহার করা সহজ। এক একটি বিষয়ের জন্য বা পরস্পর সমন্ধ আছে এমন বিষয়গুলি মানচিত্রে রাখার ব্যবস্থা আছে এবং যেই রকম প্রয়োজন সেইরকমভাবেই তা ছাপানো যাবে। অর্থাৎ কোন এলাকার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি কোথায় বা সেগুলিতে যোগাযোগের ব্যবস্থা কিরকম যদি জানতে চাওয়া হয় তা হলে শুধু রাস্তা, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি এবং বসতগুলি কোথায় তা দেখানোর ব্যবস্থা করেই মানচিত্র ছাপা যাবে। ঐ মানচিত্র আগামী দিনে কোথায় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা দরকার তা বোঝা অনেক সহজ হবে। কোন্ উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে যোগাযোগের ব্যবস্থা ঠিক নেই তাও সহজে বোঝা যাবে। অর্থাৎ এক একটি ক্ষেত্র অর্থাৎ থিমের জন্য আলাদা আলাদা মানচিত্র সহজেই ছেপে নেওয়া যাবে ও সংশ্লিষ্টক্ষেত্রের পরিকল্পনা আরো ভালভাবে করা যাবে। এই সংক্রান্ত সক্ষমতা অর্জন করতে আরো অভিজ্ঞতা লাগবে ও তা অর্জন করার জন্য প্রথমে শুধুমাত্র রাস্তার জন্য মানচিত্রের মাধ্যমে পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হবে।

৫. এলাকার সার্বিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার তথ্য সংকলন ও তা মানচিত্রে দেখানো :

এই কাজ শুরু করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মানচিত্র যার মধ্যে পি.এম.জি.এস.ওয়াই-এর কোর নেটওয়ার্কের অন্তর্গত রাস্তা এবং উপগ্রহ থেকে দেখা বড় রাস্তাগুলি থাকবে তা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হবে। তাতে বসতিগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোথায় তাও দেখানো থাকবে। সার্বিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হবে প্রতিটি পাড়াতে ও প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যাতে সারা বছরে অন্ততঃ ছোট গাড়ীতে যাতায়াত করা যায়। পি.এম.জি.এস.ওয়াই প্রকল্পে সমস্ত বড় বসতি (সাধারনতঃ যেখানে লোকসংখ্যা ১০০০ এর বেশী) গুলি পাকা রাস্তা দিয়ে যুক্ত করা হবে যা জেলা পরিষদ ও রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় তৈরী হচ্ছে। এই যুক্ত করার শর্ত হল ঐ বসতির ৫০০ মিটারের মধ্যে পাকা রাস্তা থাকবে। এবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজ হল যে পাকা রাস্তাগুলি এখন আছে বা পি.এম.জি.এস.ওয়াই. প্রকল্পে তৈরী হবে (কোর নেটওয়ার্কে তা দেখানো আছে) সেইগুলির সঙ্গে প্রতিটি পাড়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করা যাতে অন্ততঃ ছোটগাড়ী সারা বছর যাতায়াত করতে পারে অর্থাৎ গাড়ী চলাচলের জন্য রাস্তার পৃষ্ঠতল ন্যুনতম তিন মিটার চওড়া হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ হবে যে মানচিত্রগুলি দেওয়া হবে সেগুলি দেখে ঠিক করা যে যদি সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় তা হলে যে গ্রাম বা পাড়ায় ছোট গাড়ী যাওয়ার রাস্তা নেই তা নুতন করে তৈরী করতে হবে এবং তার এলাইনমেন্ট (অর্থাৎ ঠিক কোথা দিয়ে যাবে) মানচিত্রে দেখাতে হবে। যে রাস্তাগুলি বর্তমানে আছে কিন্তু যথেষ্ট চওড়া নয় অর্থাৎ অন্ততঃ তিন মিটার ও মজবুত নয় এবং যে রাস্তাগুলি এখনই যথেষ্ট চওড়া ও মজবুত এবং শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করলেই চলবে তা আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে। একই সঙ্গে মানচিত্রে দেখানো রাস্তাগুলিতে যদি কোথাও ভুলত্রুটি থাকে তাও দেখাতে হবে। এই সবই মানচিত্রে দেখিয়ে তা চূড়ান্ত করা হবে। লোকবসতির ভিতরের রাস্তাগুলি সাধারণভাবে চিহ্নিত করা বা দেখানোর দরকার নেই। তবে বসতির ভিতর দিয়ে যে সব গাড়ী চলাচলের রাস্তা গিয়েছে বা যেগুলি অন্ততঃ তিন মিটার চওড়া সেগুলি দেখাতে হবে। ঐ সব রাস্তাগুলিকে চিহ্নিত করার পর জানা যাবে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গ্রাম পঞ্চায়েতে কত কি.মি. রাস্তা নুতন করে তৈরী করতে হবে, কত কি.মি. রাস্তার উন্নয়ন করতে হবে ও কত কি.মি. রাস্তা এখনই উন্নতমানের আছে যা শুধু রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যেখানে সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য বড় ব্রীজ তৈরী করা দরকার বা রাস্তা থাকলেও ব্রীজের অভাবে যাতায়াত করা যায় না সেগুলিও মানচিত্রে দেখাতে হবে ও সেইগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। ব্রীজের পরিকল্পনা যথেষ্ট আগে থেকে করা দরকার, তার জন্য এখন থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। যে রাস্তাগুলি নেই বা গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত নয় কিন্তু সার্বিক সড়ক যোগাযোগের জন্য প্রয়োজন সেগুলি মানচিত্রে ডটেড্ বা ভাঙা লাইন দিয়ে দেখালে যেতে পারে। এই সব তথ্য মানচিত্রে দেখা যাবে ও তার ভিত্তিতেই আগামীদিনে রাস্তা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা গড়ে উঠবে।

৬. রাস্তার নামকরণ :

রাস্তাগুলিকে চিহ্নিত করার পর সেগুলিকে বিভিন্ন খন্ড-এ ভাগ করে সেই ভাগ গুলির আলাদা আলাদা নম্বর দেওয়া দরকার যাতে সেগুলিকে চেনা সহজ হয়। তারজন্য মানচিত্রে প্রতিটি রাস্তার সংযোগস্থল J চিহ্ন সহ একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা থাকবে এবং প্রত্যেক প্রান্ত বিন্দুও একইভাবে E চিহ্ন সহ একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত হবে। সংযোগস্থল থেকে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিটি রাস্তাকেই দুই প্রান্তের দুই চিহ্ন দিয়ে সহজেই বোঝা যাবে ও মানচিত্রে তার দৈর্ঘ্য মেপে বলা যাবে। প্রত্যেকটি খন্ড-এর নম্বর পিছু কিছু তথ্য (রাস্তার স্থানীয় নাম, শুরু এবং শেষ, কত মিটার চওড়া, উপরিভাগ কি দিয়ে তৈরী, উপরিভাগের অবস্থা, রাস্তাটি কার অধীন ইত্যাদি) একটি ছকে ভর্তি করতে হবে। পি.এম.জি.এস.ওয়াই এর কোর নেটওয়ার্কের রাস্তাগুলি ইতিমধ্যেই T এবং L চিহ্ন সহ একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। সুতরাং সেগুলি বাদ দিয়ে বাকী রাস্তাগুলিকে এখানে যেভাবে বলা হল সেভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এই ব্যাপারে প্রশিক্ষণের সময় আরো বিস্তৃতভাবে বলা হবে।

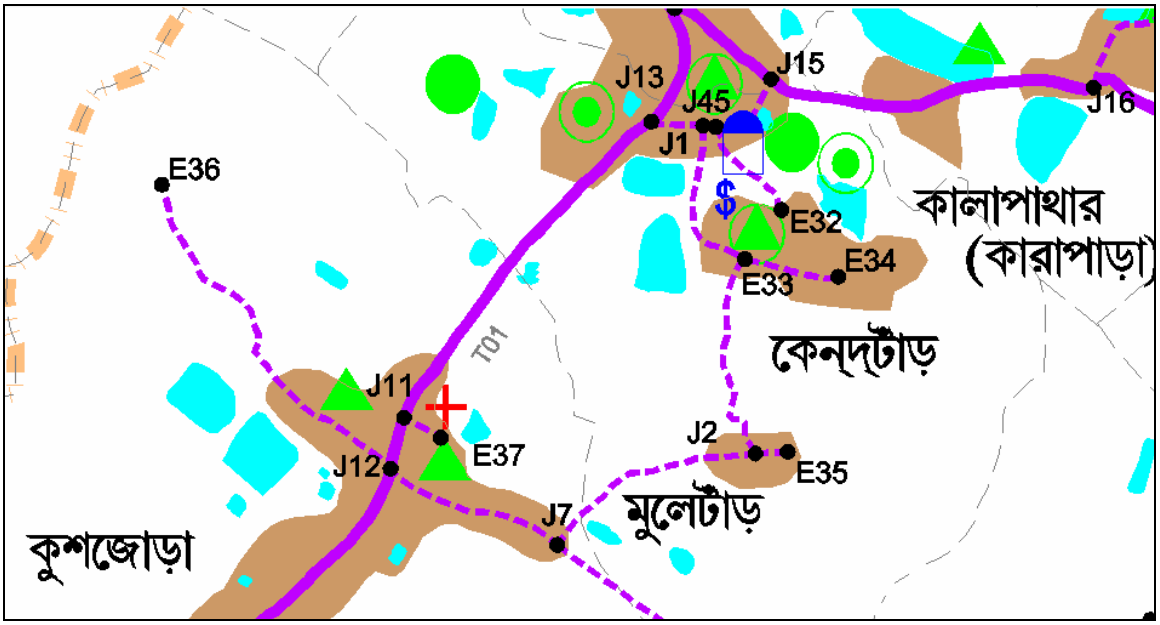

রোড রেজিস্টার
সোনাথলি গ্রাম পঞ্চায়ত, কাশিপুর
পুরুলিয়া

রাস্তার খন্ড নং	রাস্তা শুরু ও শেষের স্থানীয় নাম বা পরিচিত নাম	গাড়ী চলার অংশ কতটা চওড়া (মিটার)	রাস্তার গাড়ী চলার অংশ কি দিয়ে তৈরী (বিটুমেন, কংক্রিট, পাথর বা নুড়ি, মোরাম, ইঁট, কাঁচা)	রাস্তার কোন অংশ (কি.মি.) কি রকম			মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	মন্তব্য
				অন্ততঃ ৩ মিঃ চওড়া এবং যথেষ্ট মজবুত ও সব ঋতুতে গাড়ী যায় (কি.মি.)	৩ মিটারের কম চওড়া বা যথেষ্ট মজবুত নয় কিন্তু সারা বছর চলাচল করা যায় ও উন্নত করা দরকার (কি.মি.)	কাঁচা এবং সব ঋতুতে চলাচলের যোগ্য নয় ভাল করে তৈরী করা দরকার (কি.মি.)		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
J12-E36								
J12-J7								
J7-J2								

৭. সড়ক যোগাযোগের পরিকল্পনা তৈরী করা :

এই পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে যখন উপরে যা বলা হল সেইমত সব রাস্তাগুলিকে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ হবে। এর পরের ধাপ হল কোন্ রাস্তার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের কোন্ স্তরের হবে তা নির্দিষ্ট করা যাতে কোন পঞ্চায়েতের দায়িত্বে

কোন রাস্তাগুলি তা সহজে বোঝা যায়। যে পঞ্চায়েতের যা রাস্তা সংক্রান্ত দায়িত্ব তারা সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা ও রূপায়ণ করবেন। পঞ্চায়েতের কোন্ রাস্তা কার দায়িত্বে তা জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রাজ্য সরকার বা জাতীয় সড়কগুলিকে চিহ্নিত করে আগেই পরিকল্পনার আওতা থেকে বাদ দিতে হবে। বাকীগুলি পঞ্চায়েতের কোন একটি স্তরের দায়িত্বে থাকবে। তার মধ্যে জেলা পরিষদের রাস্তাগুলি চিহ্নিত করা অনেক সহজ। পি.এম.জি.এস.ওয়াই. বা আর.আই.ডি.এফ ইত্যাদি প্রকল্পে যে সমস্ত রাস্তা তৈরী হয়েছে বা হবে এবং অন্যান্য পাকা রাস্তা যা জেলা পরিষদ তৈরী করেছে তা হবে জেলা পরিষদের রাস্তা। জেলা পরিষদ প্রতিটি ব্লকের মানচিত্রে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের রাস্তা ও জেলা পরিষদের রাস্তা আলাদা চিহ্ন বা রং দিয়ে দেখিয়ে দেবে যাতে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত তা পরিস্কার জানতে পারেন এবং প্রতিটি ব্লকের মানচিত্রে ঐভাবে রাস্তাগুলি দেখিয়ে ব্লক অফিসে পাঠাবেন। পি.এম.জি.এস.ওয়াই এর রাস্তাগুলি নির্দিষ্ট নাম দিয়ে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। জেলা পরিষদ নিজস্ব বাকী রাস্তাগুলিও নির্দিষ্ট নাম দিয়ে চিহ্নিত করে দেবেন যাতে রাস্তাগুলির নাম দিয়ে সেগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চেনা যায়। ঐ ব্লকের মানচিত্রে প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি তাদের রাস্তাগুলিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করবেন এবং জেলা পরিষদের মতই নাম দেবেন। যে সকল রাস্তা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করেছে সেগুলিই পঞ্চায়েত সমিতির মালিকানায় থাকবে। এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বাকী রাস্তাগুলির মালিকানা হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের মানচিত্রে এই রাস্তাগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলির নির্দিষ্ট নাম দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন যেমন পি.এম.জি.এস.ওয়াই এর ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। এই কাজ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানচিত্র সহ ব্লক অফিসে একটি নির্দিষ্ট দিনে আসবেন এবং ব্লকের মানচিত্র দেখে গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাগুলিকে চিহ্নিত করে নেবেন। কাজ কি পদ্ধতিতে হবে তা প্রশিক্ষণের সময় বুঝিয়ে বলা হবে। তিনটি স্তরেই এই কাজ শেষ হলে প্রতিটি স্তরের পঞ্চায়েতের দায়িত্বে কি রাস্তা বর্তমানে আছে ও আগামী দিনে কোন রাস্তাগুলি করতে হবে তা তাদের এলাকার মানচিত্রে দেখা যাবে ও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জন্য একটি মানচিত্রই যথেষ্ট। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে তা একটি মানচিত্রে দেখানো সম্ভব না হলে ব্লক বা মহকুমা ভিত্তিক মানচিত্রে দেখানো যেতে পারে।

৮. রোড রেজিস্টার তৈরী করা :

প্রতিটি স্তরের পঞ্চায়েত মানচিত্রে দেখানো তাদের দায়িত্বে থাকা রাস্তাগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার পর সেই রাস্তাগুলি যেভাবে দেখা যাচ্ছে তার বিবরণ লিখিতভাবে একটি রোড রেজিস্টারে লিখে রাখবে। এই রোড রেজিস্টারের একটি ছক এখানে সংযোজিত করা হল। আপাততঃ যে রাস্তাগুলি আছে শুধু সেইগুলিই রোড রেজিস্টারে লেখা হবে। এই রেজিস্টার থেকে সহজেই কোন কোন রাস্তার উন্নয়ন দরকার ও কোন কোন রাস্তার শুধু রক্ষণাবেক্ষণ দরকার তা পরিস্কার বোঝা যাবে। যে রাস্তাগুলি নুতন তৈরী করা দরকার তার আলাদা তালিকা তৈরী করে রাখতে হবে এবং মানচিত্রে অন্য রং - এ দেখানো থাকলে ভাল হয়। এই কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পঞ্চায়েত তাদের কত কিলোমিটার রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং তার মধ্যে কত কিলোমিটার পাকা (বিটুমেন দেওয়া বা কংক্রিট) রাস্তা তা অবশ্যই রাজ্য সরকারকে জানাবেন। পাকা রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ যেহেতু ব্যায়সাপেক্ষ তাই সরকার যদি রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে বাড়তি অর্থবরাদ্দ করতে চান তা হলে তাদের দায়িত্বে কতটা রাস্তা আছে তার ভিত্তিতেই অনুদান দেবেন।

৯. সড়ক যোগাযোগের পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত ও বার্ষিক পরিকল্পনা :

রাস্তার মানচিত্র ও রোড রেজিস্টার তৈরী করার পর প্রতিটি পঞ্চায়েতই পরিস্কার বুঝতে পারবে কত কিলোমিটার রাস্তা তারা রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, কত কিলোমিটারে রাস্তা তাদের চওড়া ও মজবুত করে উন্নত করতে হবে এবং কত কিলোমিটার রাস্তা তাদের নুতন করে তৈরী করতে হবে। প্রতিটি রাস্তা মানচিত্রে দেখা যাবে এবং তা নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই সমস্ত কাজগুলি করাই হবে এলাকার সড়ক যোগাযোগের সামগ্রিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত। তার মধ্যে যে অংশটুকু কোন নির্দিষ্ট বছরে করা সম্ভব হবে সেই কাজগুলিই হবে ঐ বছরের সড়ক যোগাযোগের বার্ষিক পরিকল্পনা। তার মধ্যে একটি অংশ হবে শুধু রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপর অংশটি হবে রাস্তা উন্নয়ন বা নতুন রাস্তা তৈরী করার পরিকল্পনা।

১০. রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের বার্ষিক পরিকল্পনা :

কোন্ রাস্তাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় আসবে তা রোড রেজিস্টারেই পাওয়া যাবে। প্রতি বছরের শেষে রাস্তাগুলি সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারেরা ঘুরে কোন্ রাস্তা বা তার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ও মেরামত করা জরুরী সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দেবেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী বছর কোন্ রাস্তার কোন্ অংশের রক্ষণাবেক্ষণ দরকার তা চিহ্নিত হবে

এবং তার এস্টিমেট তৈরী হবে। রক্ষণাবেক্ষণ খাতে সম্ভাব্য বরাদ্দ কত হতে পারে তার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা করতে হবে। যেগুলি পাকা রাস্তা নয় সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণতঃ এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পের অর্থে করা যাবে। পাকা রাস্তাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংশ্লিট পঞ্চায়েত নিজস্ব সম্পদ, যার মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা থেকে সংগৃহীত টোল এবং কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ইত্যাদি থেকে অর্থ বরাদ্দ করবে এবং তার ভিত্তিতে তহবিল প্রতি বছর শুরু হবার আগে একটি বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা তৈরী হবে। যে রাস্তাগুলি এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্প থেকে রক্ষণাবেক্ষণ হবে তা এন.আর.ই.জি.এস. এর কাজের বার্ষিক পরিকল্পনার আওতাভুক্ত হবে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা বন্যা ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তার জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা দরকার হতে পারে বা বার্ষিক প্রকল্পের মধ্যে আগে থেকেই অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হবে না সেই ক্ষেত্রে জরুরী মেরামতের ব্যবস্থা করা যাবে। যেগুলি বড় রকমের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে সেগুলির জন্য সি.আর.এফ. এর বরাদ্দ টাকা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মেরামতের এস্টিমেটগুলি তৈরী করে তা দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

১১. এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পে রাস্তা তৈরীর জন্য মানচিত্রের ব্যবহার :

প্রত্যেক বছর এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পে বেশ কয়েকশ কোটি টাকা রাস্তা তৈরী বা মেরামতের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই কাজ যাতে আরো সুসংহতভাবে করা যায় তার জন্য এই মানচিত্র ব্যবহার করা দরকার। কাঁচা বা মোরাম রাস্তা, যেগুলির উন্নতি করতে হবে বা মেরামত করতে হবে, সেগুলি মানচিত্রে চিহ্নিত নাম দিয়ে এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পে দেখাতে হবে। এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পে কখনো কখনো পাড়ার মধ্যে অনেক ছোট ছোট রাস্তা করা হয় সেগুলি মানচিত্রে নাও থাকতে পারে। যে রাস্তাগুলি বড়ো এবং মানচিত্রে দেখানো আছে সেগুলি নতুন করে তৈরী বা উন্নতিকরণ বা মেরামতের জন্য এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে। যে রাস্তাগুলি মানচিত্রে থাকবে না সেগুলির বিবরণ লিখিতভাবে দিতে হবে যাতে প্রতিটি রাস্তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং উল্লেখ করতে হবে যে এগুলির পাড়ার মধ্যে ছোট রাস্তা এবং মানচিত্রে দেখানো নেই। বস্তুতঃপক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি মানচিত্রে প্রতিবছর যে রাস্তাগুলি এন.আর.ই.জি.এসের টাকায় তৈরী খরচ হবে সেগুলি এক এক বছরেরে জন্য এক এক রংয়ের কালি দিয়ে দেখিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রাখলে সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হবে এবং পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।

১২. এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা :

উপরে এলাকার সামগ্রিক সড়ক যোগাযোগ পরিকল্পনা ও তার জন্য মানচিত্রের ব্যবহারের কথা বলা হলো। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আগামী দিনে এলাকাভিত্তিক সামগ্রিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। কিছুটা দক্ষতা অর্জন করার পর বিভিন্ন বিষয়ে এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে। উদাহরণ হিসাবে সেচ ব্যবস্থা, বনসৃজন, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সামগ্রিক পরিকল্পনা কি হতে পারে এবং তার অঙ্গ হিসাবে বার্ষিক পরিকল্পনা কি করা হবে তা মানচিত্রে দেখিয়ে সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। একইভাবে আগামীদিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজও এইসব মানচিত্রের মাধ্যমে পাড়ার এবং রাস্তার অবস্থান মানচিত্রে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক সহজ হবে। মানচিত্র ভিত্তিক এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাড়তি সুবিধা হল স্বল্প স্বাক্ষর এমনকি নিরক্ষর মানুষেরা ও এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত যাতে আগামী দিনে মানচিত্রের সাহায্যে এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আরো দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেন তার জন্য উপরোক্ত কাজগুলি দ্রুত শেষ করা দরকার। তার জন্য সকলকে বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে।

(মানবেন্দ্র নাথ রায়)
প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং -৩১৪৯/ ১(৩৬)-আর ডি/সি সি এ/বি আর জি এফ/৫ এম-১১/০৮ তারিখ - ১৫।০৫।২০০৯

প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দেওয়া হল -

১) সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর/ মালদা / মুর্শিদাবাদ / বীরভূম / পুরুলিয়া / বাঁকুড়া / পশ্চিম মেদিনীপুর / পূর্ব মেদিনীপুর / দক্ষিণ ২৪ পরগণা / হুগলী/ বর্ধমান /নদীয়া /উত্তর ২৪-পরগনা/হাওড়া / কুচবিহার জেলা পরিষদ / শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ।

২) জেলা শাসক এবং নির্বাহী আধিকারিক, জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ / বীরভূম / পুরুলিয়া / বাঁকুড়া / পশ্চিম মেদিনীপুর / পূর্ব মেদিনীপুর / দক্ষিণ ২৪ পরগণা / হুগলী / বর্ধমান / নদীয়া / উত্তর ২৪-পরগনা / হাওড়া / কুচবিহার জেলা পরিষদ / জেলা শাসক, দার্জিলিং এবং নির্বাহী আধিকারিক শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ / প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ।

প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং - ৩১৪৯/২(১০)-আর ডি/সি সি এ/বি আর জি এফ/৫ এম-১১/০৮ তারিখ - ১৫।০৫।২০০৯

এই পত্রের প্রতিলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দেওয়া হল -

১) অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ, জলপাইগুড়ি / উত্তর দিনাজপুর / দক্ষিণ দিনাজপুর / মালদা / মুর্শিদাবাদ / বীরভূম / পুরুলিয়া / বাঁকুড়া / পশ্চিম মেদিনীপুর / পূর্ব মেদিনীপুর / দক্ষিণ ২৪ পরগণা / হুগলী / বর্ধমান / নদীয়া / উত্তর ২৪ পরগনা / হাওড়া / কুচবিহার / দার্জিলিং, এবং প্রধান সচিব, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ।

২-৬) ----------, যুগ্ম সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।

৭) রাজ্য কর্মসূচি সঞ্চালক, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি এবং পদাধিকার বলে যুগ্ম-সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ।

৮) অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যানী , নদীয়া ।

৯) একান্ত সচিব, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী , পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ ।

১০) অধিকর্তা, ঋিদ্ধি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, এফ ই ২৯৭, সেক্টর-৩, বিধাননগর ।

প্রধান সচিব
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রোড রেজিস্টারের ছক

রাস্তার খন্ড নং	রাস্তা শুরু ও শেষের স্থানীয় নাম বা পরিচিত নাম	গাড়ী চলার অংশ কতটা চওড়া (মিটার)	রাস্তার গাড়ী চলার অংশ কি দিয়ে তৈরী (বিটুমেন, কংক্রিট, পাথর বা নুড়ি, মোরাম, ইঁট, কাঁচা)	রাস্তার কোন অংশ (কি.মি.) কি রকম			মোট দৈর্ঘ্য (কি.মি.)	মন্তব্য
				অন্ততঃ ৩ মিঃ চওড়া এবং যথেষ্ট মজবুত ও সব ঋতুতে গাড়ী যায় (কি.মি.)	৩ মিটারের কম চওড়া বা যথেষ্ট মজবুত নয় কিন্তু সারা বছর চলাচল করা যায় ও উন্নত করা দরকার (কি.মি.)	কাঁচা এবং সব ঋতুতে চলাচলের যোগ্য নয় ভাল করে তৈরী করা দরকার (কি.মি.)		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)